চবি ছাত্রলীগ কর্মীকে পরীক্ষা দিতে না দেওয়ায় বিভাগে তালা

ছবি: সমকাল

চবি প্রতিনিধি

প্রকাশ: ১৪ নভেম্বর ২০২৩ | ২০:১৯

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) এক ছাত্রলীগ কর্মীকে পরীক্ষায় বসতে না দেওয়ায় বিভাগে তালা দিয়েছেন শাখা ছাত্রলীগের একাংশের নেতা-কর্মীরা। মঙ্গলবার সকাল ৯টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে এ ঘটনা ঘটে। এতে ওই বিভাগে চলমান তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষা স্থগিত করতে হয়েছে।

তালা দেওয়া ছাত্রলীগকর্মী মাহমুদুল ইসলাম ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র। ক্যাম্পাসে তিনি শাখা ছাত্রলীগের ‘ভার্সিটি এক্সপ্রেস’ গ্রুপের অনুসারী হিসেবে পরিচিত। ওই গ্রুপটির নেতৃত্বে আছেন চবি ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি প্রদীপ চক্রবর্তী।

চলতি বছর ৪ জানুয়ারি বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ২০৪ নম্বর কোর্সের চূড়ান্ত পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষা চলাকালে নকল করার সময়

ধরা পড়েন মাহমুদুল। পরে তার ওই দিনের পরীক্ষা বাতিল করা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা কমিটির কাছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী কোনো ছাত্র অসদুপায় অবলম্বন করে পরীক্ষা দিলে তার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় পরীক্ষা বিষয়ক শৃঙ্খলা কমিটি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ওই কমিটির প্রধান। অসদুপায় অবলম্বনের বিষয়টি প্রমাণ হলে ওই কমিটি জড়িত শিক্ষার্থীর পরবর্তী সব পরীক্ষা বাতিল করতে পারে। তবে শৃঙ্খলা কমিটি মাহমুদুলের বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত জানায়নি। এ কারণে অন্য সহপাঠীর ফলাফল আসলেও মাহমুদুলের দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষার কোনো ফলাফল আসেনি।

মঙ্গলবার থেকে ফারসি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল। গত রোববার দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষাও শুরু হয়েছে। মাহমুদুল ইসলামের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত না হওয়ায় তিনি কোনো বর্ষের পরীক্ষাতেই অংশ নিতে পারেননি।

জানতে চাইলে মাহমুদুল ইসলাম বলেন, ‘দশ মাসেও প্রশাসন কোনো সিদ্ধান্ত না নেওয়ায় আমার ছাত্রত্ব বাতিল হওয়ার পথে। এ কারণে উপায় না পেয়ে বন্ধুদের নিয়ে তালা দিয়েছি। কারণ পরীক্ষা একবার হয়ে গেলে সেটি আর দেওয়ার সুযোগ থাকবে না।’

ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সভাপতি আছমা আক্তার বলেন, ‘নকল ধরার পর প্রশাসনিক ভবনে এসব কাগজপত্র পাঠানো হয়েছে। কিন্তু প্রশাসন কোনো সিদ্ধান্ত না দেওয়ায় ওই ছাত্রকে পরীক্ষায় বসতে দিতে পারিনি। প্রশাসনের সিদ্ধান্ত পেলে সেই অনুযায়ী আমরা ব্যবস্থা নেব।’

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক চৌধুরী আমীর মোহাম্মদ বলেন, ‘গত ফেব্রুযারিতে শৃঙ্খলা কমিটির বৈঠক হয়েছিল। বিভাগের কাছে খাতা চাওয়া হয়েছিল। বিভাগ তার খাতা পাঠাতে বিলম্ব করেছে। এ ছাড়া উপাচার্যের ব্যস্ততা, হরতাল-অবরোধের কারণে আর সভা করা সম্ভব হয়নি।’

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর নূরুল আজিম সিকদার বলেন, ‘তালা দেওয়ার বিষয়টি আমি শুনেছি। সহকারী প্রক্টর ও পুলিশ পাঠিয়ে তালা খোলা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ না পাওয়ায় ব্যবস্থা নিতে পারছি না।’